



## 34817 - শরিকেরে স্বরূপ ও এর প্রকারগুলো ককি?

প্রশ্ন

অনকে সময় আমা পড়ি: “এই করমটা বড় শরিক, এটা ছোট শরিক” । তাই এ দুটোর পার্থক্য ককি একটু স্পষ্ট করবনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

অতি আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্চে বান্দা শরিকেরে অর্থ, এর ভয়াবহতা ও এর প্রকারগুলো অবগত হওয়া; যাতে করে তার তাওহীদ পরপূর্ণতা লাভ করে, তার ইসলাম নরিপদ থেকে এবং তার ঈমান আনা সহহি হয়। আল্লাহর কাছে তাওফকি প্রার্থনা করে আমরা শুরু করছি:

জনে রাখুন -আল্লাহ আপনাকে হদোয়তে লাভরে তাওফকি দনি- শরিকেরে আভধানকি অর্থ হচ্চে: কোন অংশীদার গ্রহণ করা। অর্থাৎ একজনকে অপরজনের অংশীদার বানানো। যমেন দুইজনরে মাঝে যৌথভাবে করা হলে বলা হয়: أشرك بينهما কথিবা যখন কোন একটা বিষয়ে দুইজনকে অংশীদার করা হয় তখন বলা হয়

أشرك في أمره غيره

পক্ষান্তরে, শরয়ি পরভিষায় শরিক হল: আল্লাহর সাথে অন্য কোন অংশীদার (شريك) বা সমকক্ষ (ند) নরিধারণ করা; আল্লাহর রুবুবিয়তরে ক্ষতেরে কথিবা ইবাদতরে ক্ষতেরে কথিবা তাঁর নাম ও গুণাবলীর ক্ষতেরে।

ند হলো: সমকক্ষ ও সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কারণে আল্লাহ তাআলা ند (সমকক্ষ) গ্রহণ করা থেকে নিষেধে করছেন এবং যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কছিকে তাঁর ند (সমকক্ষ) হিসেবে গ্রহণ করে কুরআনের অনকে আয়াতে তাদরে নরিদা করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

البقرة / 22

তোমরা আল্লাহর সাথে সমকক্ষ নরিধারণ করো না। অথচ তোমরা জান (আল্লাহই স্রষ্টা, তিনিহি রজিকিদাতা..)।”[সূরা



বাক্বারা, আয়াত: ২২] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ

إبراهيم / 30

তারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য তাঁর বহু সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছে। আপনাবলুন, তোমরা উপভোগ করত থাক। তোমাদের গন্তব্য হচ্ছে অগ্নি। [সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৩০]

হাদিসে এসেছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, সে আল্লাহ্র সাথে অপর কোন সমকক্ষকে ডাকে সে অগ্নিতে প্রবেশ করবে।” [সহিহ বুখারী (৪৪৯৭) ও সহিহ মুসলিম (৯২)]

শরিকের প্রকারভেদ:

কুরআন-সুন্নাহ্র দ্বয়রথহীন দলিলগুলো প্রমাণ করে যে, শরিক কখনও কখনও ইসলাম থেকে খারজি করে দেয়। আবার কখনও কখনও ইসলাম থেকে খারজি করে না। তাই আলমেগণ শরিককে দুইভাগে ভাগ করার পরভাষা গ্রহণ করছেন: বড় শরিক ও ছোট শরিক। এখন আমরা প্রতটি প্রকারের পরচিয় তুলে ধরব।

এক: বড় শরিক:

যে নিরিটে আল্লাহ্র অধিকার এমন কোন অধিকার আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে প্রদান করা; সেটো আল্লাহ্র রুবুবিয়ত (প্রভুত্ব)-র ক্ষত্রে হোক, কথিবা উলুহি়ত (উপাস্ত্ব)-এ হোক, কথিবা তাঁর নাম ও গুণাবলীর ক্ষত্রে হোক।

এ প্রকারের শরিক কখনও প্রকাশ্য হতে পারে: যমেন- মূর্তি ও প্রতমিপূজারীদের শরিক কথিবা কবর, মৃতব্যক্তি ও অনুপস্থিতি ব্যক্তি-পূজারীদের শরিক।

আবার কখনও কখনও অপ্রকাশ্য হতে পারে: আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব উপাস্যের উপরে যারা তাওয়াক্কুল করে, কথিবা মুনাফকদের শরিক ও কুফরের মত। কনেনা মুনাফকদের শরিক যদিও বড় শরিক, ইসলাম থেকে খারজি কারী শরিক, এই শরিককারী স্থায়ী জাহান্নামী; কিন্তু এটি গোপন। যহেতে তারা বাহ্যতঃ ইসলাম প্রকাশ করে এবং কুফর ও শরিক গোপন রাখে। তাই তারা গোপনে মুশরিকি; প্রকাশ্যে নয়।

এই শরিক কখনও কখনও বশ্বাসগত বিষয়গুলোতে হতে পারে: যমেন ঐ সব লোকদের বশ্বাস যারা বশ্বাস করে যে, এমন কিছু সত্তা রয়েছে যারা আল্লাহ্র সাথে সৃষ্টি করে, জীবন দেয়, মৃত্যু দেয়, মালকানা লাভ করে এবং এ বশ্বি পরচালনা করে।



কথিবা এমন বশির্বাস যারা করে য়ে, এমন কিছু ব্যক্তি রয়ছে যারা আল্লাহ্ৰ মত নশির্বিত আনুগত্য প্ৰাপ্য। ফলে তারা সসেব ব্যক্তি যা হালাল করে ও যা হারাম করে সক্ষেত্ৰে তাদরে আনুগত্য করে; এমনকি সগেলো যদি রাসূলদরে শরয়িতরে বপিৰীত হয় তবুও।

কথিবা আল্লাহ্ৰ ভালবাসা ও আল্লাহ্কে সম্মানপ্ৰদর্শনরে ক্ষত্ৰে শরিক: অৰ্থাৎ আল্লাহ্কে যভেবে ভালোবাসে কোনে মাখলুককে ঠকি সেইভাবে ভালোবাসা। এটি এমন শরিক যা আল্লাহ্ ক্ষমা করবনে না। এই শরিক সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “মানুষরে মধ্যে এমন কিছু মানুষ রয়ছে যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য শরীকদরেকে আল্লাহ্ৰ মত ভালোবাসে” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৬৫]

কথিবা এমন বশির্বাস য়ে, আল্লাহ্ৰ সাথে আরও এমন কিছু মানুষ আছে যারা গায়বে জাননে। কিছু কিছু পথভ্ৰষ্ট ফরিকার মধ্যে এ শরিকটি অধকি বদিয়মান; যমেন- রাফযেদিরে মধ্যে, চরমপন্থী সুফদিরে মধ্যে, চরমপন্থী বাতনৌদরে মধ্যে। যহেতে রাফযেরী তাদরে ইমামদরে ব্যাপারে বশির্বাস করে য়ে, তারা গায়বে জাননে। অনুরূপ বশির্বাস বাতনৌরা ও সুফরি তাদরে আউলয়াদরে ব্যাপারে বশির্বাস করে।

কথিবা এমন বশির্বাস করা য়ে, এমন কিছু ব্যক্তি রয়ছে যারা এমন অনুগ্ৰহ করনে; য়ে অনুগ্ৰহ কেবল আল্লাহ্ই করতে পারনে। অৰ্থাৎ তারাও আল্লাহ্ৰ মত অনুগ্ৰহ করে— গুনাহ মাফ করার মাধ্যমে, বান্দাদরেকে ক্ষমা করে দয়োর মাধ্যমে, তাদরে গুনাহগুলোকে উপক্ষেমা করার মাধ্যমে।

এই শরিক কখনও কখনও বাচনকিও হতে পারে: যমেন য়ে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যসত্তার কাছে প্ৰার্থনা করল, অন্যসত্তার কাছে বপিদমুক্তরি দোয়া করল, অন্যসত্তার কাছে সাহায্য চাইল, অন্যসত্তার কাছে আশ্ৰয় চাইল; যগুলোরে ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নহে; এই অন্যসত্তা নবী হোক, ওলি হোক, ফরেশেতা হোক, জ্বনি হোক কথিবা অন্য কোনে মাখলুক হোক। নশিচয় এটি বড় শরিক ও ইসলাম থেকে খারজিকারী।

অনুরূপভাবে য়ে ব্যক্তি ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা করল কথিবা আল্লাহ্কে তার সৃষ্টির সাথে তুলনা দলি কথিবা আল্লাহ্ৰ সাথে অন্য কোনে স্ৰষ্টি, জীবকিদাতা বা পর্চালনাকারী সাব্যস্ত করল—

এ সবগুলো বড় শরিক ও জঘন্য গুনাহ; যা ক্ষমা করা হবনে না।

আবার এ শরিক কখনও কখনও কর্মে হয়ে থাকে: যমেন য়ে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যসত্তার জন্য জবাই করে, নামায পড়ে কথিবা সজেদা দয়ে, কথিবা আল্লাহ্ৰ বধিনরে বপিৰীত বধিন দয়ে এবং মানুষরে জন্য সগুলোকে আইন হিসেবে জারী করে, সয়ে সব আইনরে কাছে বচির চাওয়ার জন্য মানুষকে বাধ্য করে। অনুরূপভাবে যারা মুমনিদরে বরিদুধে কাফরেদরেকে ও তাদরে মতিরদরেকে সহযোগিতা করে। অনুরূপ আরও য়ে সব কর্ম মূল ঈমানরে সাথে সাংঘর্ষকি এবং সয়ে সব কর্মে লপি্ত হওয়া



ইসলাম থেকে খারজি করে দিয়ে। আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও নরিপত্তা প্রার্থনা করছি।

দুই: ছোট শরিক:

প্রত্যেকে এমন সব বিষয় যা বড় শরিকের মাধ্যম কথিবা শরয়িতরে দললি য়ে বিষয়গুলোকে শরিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে; কনিতু সগেলো বড় শরিকের গণ্ডভিক্ত নয়।

অধিকাংশ ক্ষতেরে এই শরিক দুই দকি থেকে সংঘটিতি হয়ে থাকে:

১। এমন কছি উপায়-উপকরণের সাথে সম্পূক্ত হওয়ার দকি থেকে আল্লাহ তাআলা য়ে সব উপায়-উপকরণের অনুমতি দেননি। যমেন- হাতের কব্জি, পুতবি এ ধরণের কছি এ বশ্বাস নয়ি লটকানো য়ে, এগুলো সুরক্ষার উপকরণ কথিবা এগুলো বদনজরকে প্রতহিত করে। অথচ আল্লাহ তাআলা এগুলোকে এসবের উপকরণ বানাননি; না শরয়িতরে বধিান হিসেবে; আর না তাকদীরেরে নয়িম হিসেবে।

২। কছি কছি জনিসিকে এমন সম্মান প্রদর্শন করার দকি থেকে; তবে এমন সম্মান যটো ঐ জনিসিকে বুবুয়িতরে পরযায়ে পটৌছায় না। যমেন- আল্লাহ ছাড়া অন্যসত্তার নামে কসম করা কথিবা ‘যদি আল্লাহ ও অমুক না হত’ এভাবে বলা এবং এ ধরণের অন্যান্য কথা।

আলমেগণ শরয়িতরে দললি-প্রমাণে উদ্ধৃত বড় শরিক থেকে ছোট শরিককে আলাদা করার জন্য কছি নীতমিলা নরিধারণ করছেন। এই নীতমিলা মধ্যে রয়েছে:

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরস্কারভাবে উল্লেখ করা য়ে, এই কর্মটি ছোট শরিক। যমেন মুসনাদে আহমাদে (২৭৭৪২) এসছে: মাহমুদ বনি লাবদি থেকে বর্ণতি তিনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: ‘আমি তগেমাদরে জন্য সবচয়ে বশৌ ভয় করি ছোট শরিকেরে। সাহাবায়ে করোম বললনে: ছোট শরিক কি? তিনি বললনে: রয়ি (প্রদর্শনছে)। নশিচয় আল্লাহ তাআলা য়ে দনি তার বান্দাদেরকে তাদরে আমলরে প্রতদিন দবিনে সেই দনি বলবনে: তগেমরা দুয়িততে যাদরেকে প্রদর্শন করার জন্য আমল করতে তাদরে কাছে যাও। গয়ি দেখে তাদরে কাছে কোন প্রতদিন পাও কনি?’ [আলবানী আস-সলিসলিাতুস সাহহি গ্রন্থে (৯৫১) হাদসটিকে সহহি বলছেন]

২. কুরআন-হাদসিے شريك (শরিক) শব্দটি الٰه বহীন نكرة হিসেবে উদ্ধৃত হওয়া। এ ধরণের প্রকাশভঙ্গরি মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষতেরে ছোট শরিক উদ্দেশ্য করা হয়। এর অনকে উদাহরণ রয়েছে। যমেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: **إن الرقى والتائم والتولة شرك** “নশিচয় ঝাড়ফুক, তামীমা (তাবজি-কবচ-মাদুলা), তওয়িলা (বশীকরণ ও বদিবশেন মনত্র) শরিক”। [সুনানে আবু দাউদ (৩৮৮৩), আলবানী সলিসলিাতু সাহহি গ্রন্থে (৩৩১) হাদসটিকে সহহি বলছেন] এ হাদসিে শরিক দ্বারা উদ্দেশ্য হছে- ছোট শরিক; বড় শরিক নয়।



তামীমা (তাবজি-কবচ-মাদুলি): এমন কিছু যা বাচ্চাদের গায়ে ঝুলানো হয়; যমেন- পুতী বা এ জাতীয় অন্য কিছু। তারা ধারণা করে যে, এটি বাচ্চাকে বদনজর থেকে রক্ষা করবে।

তওয়ীলা: এমন কিছু যা তরী করা হয় এ ধারণা থেকে যে, এটি স্বামীর কাছে স্ত্রীকে ও স্ত্রীর কাছে স্বামীকে প্রিয়ভাজন করবে।

৩. সাহাবায়ে কেরাম শরয়িতরে দললিগুলো এই বুঝ বুঝা যে, এখানে শরিক দ্বারা ছোট শরিক উদ্দেশ্য; বড় শরিক নয়। নঃসন্দহে সাহাবায়ে কেরামের বোধ ধরতব্য। কারণ তারা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত এবং শরয়িত প্রণতোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধিক অবহিত। এর উদাহরণ হচ্ছে যা আবু দাউদ বর্ণনা করছেন (হাদিস নং ৩৯১০) ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে; “তিনি বলনে: কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শরিক। কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শরিক। তিনি বলছেন। আমাদের মধ্যে যে কউই এতে লিপ্ত হয়। কিন্তু তাওয়াক্কুলরে মাধ্যমে আল্লাহ এটাকে দূর করে দনে।” এই হাদিসে: “আমাদের মধ্যে যে কউই এতে লিপ্ত হয়...” এটি ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর কথা; যমেনটি উল্লেখ করছেন বড় বড় মুহাদ্দসিগণ। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইবনে মাসউদ (রাঃ) বুঝছেন যে, এটি ছোট শরিক। কেননা “আমাদের মধ্যে যে কউই বড় শরিকে লিপ্ত হয়” তিনি এমনটি উদ্দেশ্য করতে পারেন না। তাছাড়া বড় শরিক আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল দ্বারা দূরীভূত হয় না; বরং তাওবা দ্বারা দূরীভূত হয়।

৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরিক বা কুফর শব্দকে এমন কিছু দিয়ে তাফসরি করা যার থেকে প্রমাণিত হয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- ছোট শরিক; বড় শরিক নয়। যমেনটি যায়দে বনি খালদে আল-জুহানী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলনে: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্তে বৃষ্টিপাতের পর হুদায়বিয়াতে আমাদের নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায শেষে করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন: তোমরা কি জানো, তোমাদের প্রভু কী বলছেন? তাঁরা বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনি বলছেন: আমার বান্দাদের মধ্যে কউ কউ আমার প্রতি মু’মনি হয়ে ভোরের উপনীত হয়েছে। আর কউ কউ কাফরে হয়ে ভোরের উপনীত হয়েছে। যে বলছে: **مُطْرِنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ** (আমরা আল্লাহর করুণা ও রহমতে বৃষ্টি লাভ করছি) সে আমার প্রতি মু’মনি (বিশ্বাসী) ও নক্ষত্রের প্রতি কাফরে (অবিশ্বাসী)। আর যে বলছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রতিভাবে আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি কাফরে (অবিশ্বাসী) ও নক্ষত্রের প্রতি মু’মনি (বিশ্বাসী)।”[সহিহ বুখারী (১০৩৮) ও সহিহ মুসলিম (৭১)]

এই হাদিসে কুফরের তাফসরি কী সটো অন্য একটা রেওয়াজতে এসছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: তোমরা কি জানো না তোমাদের রব কি বলছেন? তিনি বলছেন: আমি যখনই আমার বান্দাদের উপর কোন নয়োমত নাযলি করি, তখনই তাদের একদল এই নয়োমতকে কুফুরী (অস্বীকৃতি) করে এবং বলে যে, নক্ষত্র ও নক্ষত্রের প্রতিভাবে আমরা নয়োমত পয়েছি।” এখানে স্পষ্ট করে দেয়া হল যে ব্যক্তি বৃষ্টিপাতকে নক্ষত্রের দিকে এই দিক থেকে সম্পৃক্ত করে যে, নক্ষত্রগুলো বৃষ্টিপাতের কারণ অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা নক্ষত্রগুলোকে



এর কারণ বানাননি সন্ধানের এই ব্যক্তির এ কুফুরীটি হচ্ছে আল্লাহর নয়োমতেরে কুফুরী (অস্বীকৃতি)। আর এটি সুবাদতি য়ে, কোন নয়োমতকে অস্বীকার করাটা ছোট শরিক। পক্ষান্তরে, য়ে ব্যক্তি বিশ্বাস করে য়ে, নক্ষত্রগুলোই বিশ্বজাহান নয়ন্ত্রণ করে, এগুলোই বৃষ্টিপাত করে তাহলে সটো বড় শরিক।

ছোট শরিক কখনও কখনও প্রকাশ্য হতে পারে; য়েমন- চুড়ি, সুতা, তাবজি-কবচ-মাদুলি ইত্যাদি পরা।

আবার অপ্রকাশ্যও হতে পারে; য়েমন- সূক্ষ্মাতসূক্ষ্ম রিয়া (প্রদর্শনচ্ছে)।

তমেনভাবে ছোট শরিক বিশ্বাসশ্রণীয় বিষয়ে হতে পারে:

য়েমন কটে কোন কিছু ব্যাপারে এই বিশ্বাস করল য়ে, এটি কল্যাণ আনয়ন করে ও অকল্যাণ দূর করে; অথচ আল্লাহ তাআলা এর মধ্যে এমন কোন উপকরণ রাখেননি। কথিবা কোন কিছুতে বরকত আছে বলে বিশ্বাস করা; অথচ আল্লাহ তাতে বরকত রাখেননি।

ছোট শরিক কখনও কখনও কথাবার্তায়ও হতে পারে:

য়েমন যারা বলছেলি য়ে, আমরা অমুক অমুক নক্ষত্রেরে প্রভাবে বৃষ্টি লাভ করছে; তবে তারা এমন বিশ্বাস করেনি য়ে, নক্ষত্রগুলো নিজেরো স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বৃষ্টি নাযলি করে। কথিবা য়ে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার নামে কসম করছে; তবে সেই সত্তা আল্লাহর সম মর্যাদাবান এমন বিশ্বাস ব্যতিরেকে। কথিবা য়ে ব্যক্তি বলল: আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান; ইত্যাদি।

ছোট শরিক কখনও কখনও কর্মেরে মাধ্যমেও হতে পারে:

উদাহরণত য়ে ব্যক্তি কোন রোগমুক্তির জন্য কথিবা রোগ থেকে দূরে থাকার জন্য তাবজি-কবচ লটকায় কথিবা চুড়ি পরে কথিবা সুতা পরে। কারণ প্রত্যকে য়ে ব্যক্তি কোন কিছুকে অন্য কিছু জনিসিরে কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করল; অথচ আল্লাহ তাআলা সটোকে ঐ জনিসিরে কারণ বানাননি; না শরয়া বিধান হিসেবে; আর না তাকদীরেরে নিয়ম হিসেবে— সেই শরিক করল। অনুরূপভাবে য়ে ব্যক্তি বরকত লাভেরে আশায় এমন কিছুকে স্পর্শ করল আল্লাহ য়াতে বরকত রাখেননি; য়েমন- মসজদিরে দরজাগুলোককে চুম্বন করা, কথিবা মসজদিরে চৌকাঠ স্পর্শ করা, কথিবা মসজদিরে মাটিকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা, ইত্যাদি অন্যান্য কর্ম।

এটি শরিকেরে দুটো প্রকার ছোট শরিক ও বড় শরিক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এই সংক্ষিপ্ত জবাবে বিস্তারতি আলোচনা করা সম্ভবপর নয়।

উপসংহার:

একজন মুসলমিরে উপর কর্তব্য ছোট শরিক বা বড় শরিক সকল শরিকে ব্যাপারে সাবধান থাকা। কনেনা শরিক হচ্ছ-  
আল্লাহর সবচয়ে বড় অবাধ্যতা, তাঁর অধিকারে সীমালঙ্ঘন করা। আল্লাহর অধিকার হচ্ছ- নরিঙ্কুশভাবে তার ইবাদত করা।

আল্লাহ তাআলা মুশরকিদরে জন্য স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকাকে আবশ্যক করছেন এবং জানিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে  
ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

النساء / 48

(নশিচয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর চয়ে লঘু গুনাহ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দবিনে। যে  
ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক করে সে মহা পাপে লিপ্ত হয়।)[সূরা নসিা, আয়াত: ৪৮]

তিনি আরও বলেন:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ المائدة / 72

(নশিচয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। জাহান্নামই তার  
আবাসস্থল। আর জালমিদরে কোন সাহায্যকারী নহে।)[সূরা মায়দি, আয়াত: ৭২]

তাই প্রত্যকে আকলবান ও দ্বীনদার ব্যক্তরি উপর আবশ্যক নজিরে ব্যাপারে শরিকে লিপ্ত হওয়াকে ভয় করা এবং নজিরে  
প্রভুর কাছে শরিক থেকে মুক্ত থাকার জন্য দোয়া করা যমেনভাবে ইব্রাহিমি (আঃ) দোয়া করে বলছেন:

وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

إبراهيم / 35

আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচান)[সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৩৫] এজন্য জনকে সলফে সালহীন বলতনে:  
“ইব্রাহিমি আলাইহ সালামের পর আর কোন ব্যক্তি নজিকে নরিাপদ ভাবতে পারে।” তাই একজন বশ্বিস্ত বান্দা শরিককে  
ভয় করা ছাড়া গত্যন্তর নহে এবং তার প্রভুর কাছে তার তীব্র আগ্রহ হব তনি যনে তাকে শরিক থেকে মুক্ত রাখনে। বান্দা  
ঐ সুমহান দোয়াটকিরতে থাকবে যে দোয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম শখিয়েছেন: **اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك**  
**وأنا أعلم، وأستغفر لك لما لا أعلم** (হে আল্লাহ! জ্ঞাতসারে আপনার সাথে শরিক করা থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি  
এবং অজ্ঞাতসারে করে ফলেলে ক্ষমা চাচ্ছি।)[আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৩৭৩১) হাদিসটিকে সহহি বলছেন।



পূর্বে যা আলোচিত হয়েছে সেটি বড় শরিক ও ছোট শরিকের স্বরূপগত পার্থক্য, প্রত্যকে প্রকারের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদে। পক্ষান্তরে, এ দুটোর হুকুমগত পার্থক্য হচ্ছে:

বড় শরিক ইসলাম থেকে খারজি করে দেয়। বড় শরিকে লিপ্ত ব্যক্তির উপর ইসলাম ত্যাগ ও মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয় এবং সে কাফরে ও মুরতাদ হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে, ছোট শরিক ইসলাম থেকে খারজি করে দেয় না। বরং কখনও কখনও কোন মুসলিম ছোট শরিকে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। তবুও সে ইসলামের উপরই থাকবে। তবে ছোট শরিকে লিপ্ত ব্যক্তি ভয়াবহ শংকার মধ্যে রয়েছে। কেননা ছোট শরিক কবরি গুনাহ। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: “আমি আল্লাহর নামে মথিয়া শপথ করা আমার কাছে অন্য কোন সত্যের নামে সত্য শপথ করার চেয়ে অধিক প্রিয়।” তিনি অন্য কোন সত্যের নামে শপথ করাকে (যেটা হচ্ছে ছোট শরিক) আল্লাহর নামে মথিয়া শপথ করার চেয়ে জঘন্য নরিধারণ করছেন। অথচ এটা সুবদিতি যে, আল্লাহর নামে মথিয়া শপথ করা কবরি গুনাহ।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আমাদের অন্তরগুলোকে তাঁর দ্বীনরে উপর অবচিল রাখেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করি। আমরা মহান আল্লাহর ইজ্জতরে ওসলিা দিয়ে তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি তিনি যেন, আমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করেন। নশ্চয় তিনি চরিঞ্জীব; যনি মৃত্যুবরণ করবেন না; জ্বনি ও ইনসান মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ ও সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন।